জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পানি, স্যালাইন ও শরবত বিতরণ

জীবননগরে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ঠান্ডা পানি, খাবার স্যালাইন ও শরবত বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শনিবার বেলা ১২টার সময় জীবননগর বাসস্ট্যান্ডের উন্মুক্ত মঞ্চের সামনে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ বিভিন্ন শ্রমজীবী, পেশাজীবী ও পথচারীদের মাঝে বিশুদ্ধ পানি খাওয়ার স্যালাইন ও লেবুর শরবত বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর প্রেসক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক এম আর বাবু, জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু, সাংবাদিক মাজেদুল মিল্টন, রিপন মিয়া, প্রমূখ অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সি,এ মোঃসালাউদ্দিন।

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের জমি দখলের অভিযোগ

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের পরিত্যক্ত জমি দখল করে বাঁশের বেড়া নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে বে-সরকারি ব্রাইট মডেল স্কুলের পরিচালক জাকারিয়া হিরোর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দা ও শিক্ষানুরাগীরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। এ ঘটনায় আজ শুক্রবার সকালে কলেজ কতৃপক্ষ, থানাপুলিশের সহযোগীতায় নির্মিত বাঁশের বেড়া অপসরণ করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, ১১ একর জমির ওপর ১৯৬৫ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। দীর্ঘ ৪৭ বছর পর ২০১৮ সালে কলেজটি জাতীয় করণ করা হয়। ইতিমধ্যে কলেজের সুরক্ষায় পুরাতন প্রাচীল ভেঙে চারদিকে নতুন

সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। সম্প্রতি কলেজের একাডেমিক ভবনের পাশে পরিত্যক্ত জমির পুরাতন প্রাচীল ভেঙে ফেলা হয়েছে। স্থানীয় বে-সরকারি ব্রাইট মডেল স্কুলের পরিচালক ওই জমি তাঁর নিজেদের জমি বলে দাবি করেন। এবিষয়ে জানে না- সরকারি কলেজ কতৃপক্ষ। শুক্রবার ভোরে ব্রাইট মডেল স্কুলের পরিচালক জাকারিয়া হিরো নোটিশ বিহীন গোপনে বাঁশের বেড়া দিয়ে দখলের চেষ্টা করেন। এ খবর পেয়ে শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. জে এম আব্দুর রকীব সহ সহকারী সকল শিক্ষকবৃন্দ। এছাড়া খবর পেয়ে পরিদর্শন করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার ও সরকারি কলেজের সভাপতি (ইউএনও) স্নিগ্ধা দাস, থানার ভারপ্রাপ্ত (ওসি) শেখ গণি মিয়া।

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ গনি মিয়া বলেন,আলমডাঙ্গা সরকারী কলেজের জমি জবর দখল করা হচ্ছে বলে ইউএনও সাহেব আমাকে জানালে আমি ঘটনাস্থলে ফোর্স পাঠায়। পরে আমি ও ইউএনও সাহেব স্থান পরিদর্শন করি। সেখানে গিয়ে জমিতে বেড়া দেওয়া দেখতে পাই। পরে প্রশাসন ও কলেজের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত হয়ে ওই বেড়া অপসারণ করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলার চেয়ারম্যান প্রার্থী এস.এ.এম জাকারিয়া আলমের গণসংযোগ

দামুড়হুদা আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ব্যাপক গণসংযোগ -প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী এস.এ.এম জাকারিয়া আলম। হাট-বাজারে গিয়ে কুশল বিনিময় করছেন ভোটারদের সাথে।

আজ সকাল কার্পাসডাঙ্গা গভীর রাত পর্যন্ত উপজেলার বাজার’ এলাকা গণসংযোগ ও পথসভা করেছেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী এস. এ. এম জাকারিয়া আলম।দিনরাত উপজেলার আনাচে- কানাচে গণসংযোগ ও পথসভা চালিয়ে ভোটারদের মন জয় করছেন তিনি প্রতিদিন নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন।

উন্নয়নের ধারা অব্যহত রাখতে এবং উপজেলাবাসীকে মাদকমুক্ত করতে তার নির্বাচনী এলাকায় দোয়া চান।তিনি নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন’সহ নানামুখী উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন ভোটারদের মাঝে।

গণসংযোগ ও পথসভা কালীন চেয়ারম্যান প্রার্থী এস.এ.এম জাকারিয়া আলম এর সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, উপজেলাবাসী চাইলে এই নির্বাচনে আমি জয়লাভ করবো ইনশা আল্লাহ। নির্বাচিত হলে উপজেলাবাসীর জন্য প্রথম কোন কাজটি করবেন এমন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের পদক্ষেপ অনুযায়ী উপজেলা থেকে মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করব। সম্মেলিত উদ্যোগে মরন নেশা মাদকের হাত থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করতে হবে। তিনি সকল শ্রেনী পেশার মানুষের সহযোগীতা চান এবং তাদের মাধ্যমে উপজেলাবাসীর কাছে দোয়া ও ভোট কামনা করেন।

এস. এ. এম জাকারিয়া আলম আরো বলেন, ‘আমি সাধারণ মানুষের প্রার্থী হয়েছি। সাধারণ মানুষ আমার পক্ষে কাজ করছে। উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ আমার পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছে আশা করি আমরা জয়ী হব। আমি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলে উপজেলার বিভিন্ন রাস্তাঘাট স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নসহ সর্বস্তরে মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করব।এই নির্বাচনে জনগণ আমাকে নির্বাচিত করবে ইনশাল্লাহ।

দামুড়হুদার কাঁঠাল তলায় একতা পরিবারের পক্ষ থেকে ফ্রী লেবুর শরবত বিতরণ

সারা দেশের ন্যায় দামুড়হুদা উপজেলায় প্রচন্ড তাপদহের কারনে পথচারীদের সাময়িক স্বস্তি দিতে একতা পরিবারের পক্ষ থেকে ২য় দিনের মতো ফ্রী লেবুর শরবত বিতরণ করেছেন। গতকাল শুক্রবার বেলা ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কাঁঠাল তলায় এই শরবত বিতরণ করা হয়।

একতা পরিবারের পক্ষ থেকে লেবুর শরবত বিতরণের শুভ উদ্বোধন করেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ নিজাম উদ্দিন। এসময় তিনি বলেন, প্রচুর তাপদহের কারনে মানুষের জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কঠিন তাপদহের মধ্যেও জীবন জীবিকার তাগিদে মানুষ বাইরে বের হচ্ছে। এমন সময় সাধারণ মানুষের জন্য এমন মহতী উদ্যোগ গ্রহনের জন্য একতা পরিবারকে ধন্যবাদ জানায়। সেই সাথে এমন ভালো কাজ চলমান রাখবেন এমন প্রত্যাশা করি একতা পরিবারের কাছে। আমি সব সময় একতা পরিবারের সাথে আছি এবং থাকবো।

জানাগেছে বিগত টানা ৩ সপ্তাহ ধরে সারা দেশের ন্যায় দামুড়হুদা উপজেলায় প্রচন্ড তাপদাহ চলছে। এরই মধ্যে গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় চুয়াডাঙ্গায় ৪২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এতো গরমে জীবন জিবিকার তাগিদে মানুষ ঘর থেকে বের হলেও তাপদহের কারনে মানুষ স্বস্তি পাচ্ছেনা। ঠিক এসময় চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার একতা পরিবার মানুষের সাময়িক স্বস্তি দিতে ফ্রী লেবুর শরবত বিতরণের উদ্যোগ নেন। এরই আলোকে ২য় দিনের মতো গতকাল শুক্রবার পাখি ভ্যান চালক, ইজিবাইক চালক, বাইসাইকেল চালক, ট্রাক চালক সহ সাধারণ পথচারী ও যাত্রীদের মাঝে প্রায় ১ হাজার লিটার লেবুর শরবত ফ্রী বিতরণ করা হয়।

এবিষয়ে পাখি ভ্যান চালক সামিউল ইসলাম বলেন, এই প্রচন্ড রোদ গরমে সব সময় গলা শুকিয়েই থাকছে। মন চাচ্ছেনা ঘর থেকে বের হতে। কিন্তু কাজ না করলে খাবো কি? তাই কষ্ট হলেও জীবিকার তাগিদে রাস্তায় বের হতে হচ্ছে। শুকনো গলায় ঠান্ডা লেবুর শরবত খেয়ে প্রাণটা জুড়িয়ে গেলো। এমন রোদে ফ্রী’তে লেবুর শরবত দেওয়ায় একতা পরিবারকে ধন্যবাদ জানায়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, একতা পরিবারের সদস্য, দৈনিক সময়ের সমীকরন পত্রিকা’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি মোজাম্মেল শিশির, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকা’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম মিলন, মেহের প্রতিদিন পত্রিকা’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি রকিবুল হাসান তোতা, দৈনিক সকালের সময় পত্রিকা’র স্টাফ রিপোর্টার জাহাঙ্গীর আলম মানিক, দৈনিক আজকের বসুন্ধরা পত্রিকা’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি আসহাবুল আলম, দৈনিক সময়ের সমীকরন পত্রিকা’র জয়রামপুর প্রতিনিধি হেলাল উদ্দিন, বেনাপুল টিভি’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি মোঃ ইকরামুল হক, ডেনটিস্ট সোহানুর রহমান সোহান, শোভন সহ, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকা’র হাউলী প্রতিনিধি আনারুল ইসলাম প্রমূখ। শরবত তৈরী কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেন সিরাজুল ইসলাম বুদো। আজ

শনিবার দিনভর কার্পাসডাঙ্গায় ফ্রী লেবুর শরবত বিতরণ ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হবে।

দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় পুড়ছে চুয়াডাঙ্গা: জনজীবনে নেমে এসেছে চরম বিপর্যস্ত

চুয়াডাঙ্গায় চলতি মৌসুমে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে । প্রচন্ড পরিমাণ তাপে জনজীবনে নেমে এসেছে অস্থিরতা। শিশু থেকে সকল বয়সী মানুষ অসুস্থ হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে সাথে বেড়েছে লোডশেডিং। গতকাল শুক্রবার বিকাল তিনটার সময় চুয়াডাঙ্গায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪২ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ১১ শতাংশ। যা চলতি মৌসুমে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এটিই।

চুয়াডাঙ্গা জেলার ওপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ আরও কিছু দিন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জামিনুর রহমান। তিনি বলেন, আগামী তিন দিন আরও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। ৪৩ থেকে ৪৪ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠতে পারে তাপমাত্রার পারদ। সবাইকে সতর্ক থাকার অনুরোধ করেন তিনি।

এদিকে তীব্র গরমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে লোডশেডিং। এতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে চুয়াডাঙ্গার জনজীবন। সব থেকে বেশি কষ্ট পাচ্ছে শিশু ও বয়োবৃদ্ধরা। গরমে এসি ও ফ্যানের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় বেড়েছে বিদ্যুতের ব্যবহারও। ফলে বেড়েছে লোডশেডিং। দিনে বাসায় থাকা দায় হয়ে পড়েছে মানুষের। এর মধ্যে রয়েছে রাতে মশার যন্ত্রণা। গরমের সঙ্গে ঘন ঘন লোডশেডিং হওয়ায় সারা রাত নির্ঘুম কাটাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষের।

অপরদিকে জেলা সদর হাসপাতালে বেড়েছে ডায়রিয়া ও শিশু রোগীর সংখ্যা। ওয়ার্ডের মেঝেতে রেখে চলছে চিকিৎসা। এছাড়া বহির্বিভাগেও

রয়েছে রোগীদের চাপ। প্রতিদিন গড়ে গরমজনিত কারণে ৭০০-৮০০ রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মোহা: আতাউর রহমান।
গরমের কারণে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েছে। কিন্তু বিদ্যুতের উৎপাদন সে তুলনায় না বাড়ায় লোডশেডিং বেড়েছে বলে জানিয়েছেন মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির চুয়াডাঙ্গা জোনাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) আবু হাসান।

তিনি বলেন, জেলায় গরমে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েছে। পল্লী বিদ্যুতের আওয়াধীন এলাকায় প্রতিদিন প্রায় ১০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে। সেখানে আমরা পাচ্ছি ৯০-৯২ মেগাওয়াট। আমাদের মূল গ্রিডের যে ধারণক্ষমতা, সেখানেও টানতে পারছে না। ঘাটতি পূরণ করতেই লোডশেডিং চলছে।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ছাত্র ফিরোজ হোসেন বলেন, বেশ কয়েকদিন যাবত গরমের তীব্রতা বেড়েই চলেছে চুয়াডাঙ্গায়। সরকারের পক্ষ থেকে যদিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে । ঘর এবং ঘরের বাইরে সকল স্থানে গরম। সাথে বাতাসে আদ্রতার সাথেও গরম অনুভূতি হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গার দিনমজুর রুহুল বলেন, গরমের কারণে আমরা ঠিকমতো কাজে যেতে পারছি না। কাজে গেলেও আমরা ঠিকমতো কাজ করতে পারছি না। অনেক রৌদ পড়ছে। এই রোদে যেন মাথা ফেটে যাবে এমন ভাব হচ্ছে। অল্প কাজ করেই আমরা ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি।

কৃষক বন্ধন আলী বলেন রোদের প্রখরে ফল-ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। আম, লিছু, ধানসহ বিভিন্ন ফসল পুড়ে যাচ্ছে। এতে লোকসানের শঙ্কা দেখা দিয়েছে। ফসলে অতিরিক্ত পরিমাণ পানি দিতে হচ্ছে। শেষমেষ ফসল আমরা ঠিকমতো ঘরে তুলতে পারবো কি এটা নিয়েও আমাদের চিন্তা হচ্ছে।

দামুড়হুদায় একতা পরিবারের পক্ষ

থেকে তৃষ্ণার্তদের মাঝে ফ্রী শরবত বিতরণ

সারা দেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলায় প্রচন্ড তাপদহের কারনে পথচারীদের সাময়িক স্বস্তি দিতে একতা পরিবারের পক্ষ থেকে ফ্রী লেবুর শরবত বিতরণ করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকার সাড়ে ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত দামুড়হুদা বাসট্যান্ড কৃষি ব্যাংকের সামনে এই শরবত বিতরণ করা হয়। একতা পরিবারের পক্ষ থেকে লেবুর শরবত বিতরণের শুভ উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী।

এসময় তিনি বলেন, প্রচুর তাপদহের কারনে মানুষের জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কঠিন তাপদহের মধ্যেও জীবন জীবিকার তাগিদে মানুষ বাইরে বের হচ্ছে। ঠিক সে সময় এমন মহতী উদ্যোগ গ্রহনের জন্য একতা পরিবারকে ধন্যবাদ জানায়। সেই সাথে এমন ভালো কাজ চলমান রাখবেন এমন প্রত্যাশা করি একতা পরিবারের কাছে। আমি সব সময় একতা পরিবারের সাথে আছি এবং থাকবো।

জানাগেছে বিগত ২/৩ সপ্তাহ ধরে সারা দেশের ন্যায় দামুড়হুদা উপজেলায় প্রচন্ড তাপদাহ চলছে। যার কারনে জীবন জিবিকার তাগিদে মানুষ ঘর থেকে বের হলেও তাপদহের কারনে মানুষ স্বস্তি পাচ্ছেনা। ঠিক এসময় চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার একতা পরিবার মানুষের সাময়িক স্বস্তি দিতে ফ্রী লেবুর শরবত বিতরণের উদ্যোগ নেন। এরই আলোকে আজ বৃহস্পতিবার দিনভর পাখি ভ্যান চালক, ইজিবাইক চালক, বাইসাইকেল চালক, ট্রাক চালক সহ সাধারণ পথচারী ও যাত্রীদের মাঝে ১ হাজার ৫০০শ লিটার লেবুর শরবত ফ্রী বিতরণ করা হয়।

এবিষয়ে পাখি ভ্যান চালক বৃদ্ধ সাজিহার আলম বলেন, এই প্রচন্ড রোদ গরমে সব সময় গলা শুকিয়েই থাকছে। মন চাচ্ছেনা ঘর থেকে বের হতে। কিন্তু কাজ না করলে খাবো কি? তাই কষ্ট হলেও জীবিকার তাগিদে রাস্তায় বের হতে হচ্ছে। শুকনো গলায় ঠান্ডা লেবুর শরবত খেয়ে প্রাণটা জুড়িয়ে গেলো। এমন রোদে ফ্রী’তে লেবুর শরবত দেওয়ায় একতা পরিবারকে ধন্যবাদ জানায়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী, একতা পরিবারের সদস্য, দৈনিক সময়ের সমীকরন পত্রিকা’র দামুড়হুদা

প্রতিনিধি মোজাম্মেল শিশির, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম মিলন, মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকা’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি রকিবুল হাসান তোতা, দৈনিক সকালের সময় পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার জাহাঙ্গীর আলম মানিক, দৈনিক আজকের বসুন্ধরা পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি আসহাবুল আলম, দৈনিক আকাশ খবর পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি মশিউর রহমান, দৈনিক সময়ের সমীকরন পত্রিকার জয়রামপুর প্রতিনিধি হেলাল উদ্দিন, দৈনিক জনতার ইশতেহার পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি রাজু আহাম্মেদ সন্জু, বেনাপুল টিভি’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি মোঃ ইকরামুল হক, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকার হাউলী প্রতিনিধি আনারুল ইসলাম প্রমূখ। শরবত তৈরী কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেন সিরাজুল ইসলাম বুদো।

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিপ্তরের আয়োজনে মাঠ দিবস

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিপ্তর কতৃক আয়োজিত ২০২৩/২৪ অর্থবছরে তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় মাঠ দিবস অনুষ্টিত।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০ টার সময় হারদী কুয়াতলা মহাম্মদপুর গ্রামে মাঠদিবস অনুষ্টানে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিসার রেহেনা পারভীন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা খামার বাড়ীর তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আরশেদ আলী।

প্রধান অতিথি বলেন আমরা পরিক্ষা মুলক ভাবে তেলজাত দ্রব্য বিশেষ করে শরিষার তেল উৎপাদনে সফল হয়েছি। আপনারা সয়াবিন তেলের পরিবর্তে শরিষার তেল দিয়ে রান্না করেন, এতে খাটি তেল যেমন পাবেন, তেমন ভেজাল তেল খাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারবেন, সোয়াবিন তেল উৎপাদন করতে ৩ কেজি প্রকৃত সোয়াবিন লাগে, প্রতিকেজি সোয়াবিনের দান ১ শত টাকা তাহলে এক কেজি সোযাবিন তেল করতে খরচ হয় ৩ শত টাকা। দেশে

কি কোন পাগল আছে যে ৩ শত টাকা খরচ করে ১২৫ টাকা কেজি তেল বিক্রয় করবে, তাহলে ঐ তেলে অবশ্যই ভেজাল তেল মেশান হচ্ছে,তাই আসুন ভেজাল না খেযে খাটি শরিষার তেল খাই, আমরা সারা দেশে কয়েকটি এলাকা শরিষা চাষের আওতায় এনেছি তার মধ্যে আলমডাঙ্গা উপজেলা একটি, তাই আমি মনে করি আপনারা বিশেষ করে এই অঞ্চলের চাষি ভাইয়েরা ভাগ্যবান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ,যশোর কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের মনিটরিং অফিসার কৃষিবিদ হীরক কুমার সরকার, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক কাইছার ইকবাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা রবিউল ইসলাম। উপ-সহকারি কৃষি অফিসার আরিফুল ইসলামের উপস্থাপনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিসার রেহানা পারভীন।

এ ছাড়াও অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উপসহকারী কৃষি অফিসার আবদুস সামাদ, বক্তব্য রাখেন উপ সহকারী কৃষি অফিসার এ বি এম মমিন অর রশিদ, আব্দুস সামাদ মন্টু, অঞ্জিরা খাতুন, মুরতুজা জামান, কৃষক হুমায়ুন কবির, উপ-সহকারি কৃষি কর্অমকর্তা, খাদেমুল বাসার, আমজাদ হোসেন, নজরুল ইসলাম, সেলিনুর রহমান, কৃষক হুমাযন প্রমুখ। সভা শেষে অটোমেটিক সরিষা ভাঙ্গানো মেশিন দিয়ে তেল তৈরি করার পদ্ধতি শেখানো হয়।

গণসংযোগ ও পথসভায় ভোটা চাইলেন চেয়ারম্যান প্রার্থী এস.এ.এম জাকারিয়া আলম

দামুড়হুদা আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ব্যাপক গণসংযোগ -প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী এস.এ.এম জাকারিয়া আলম। হাট-বাজারে গিয়ে কুশল বিনিময় করছেন ভোটারদের সাথে।

আজ সকাল কার্পাসডাঙ্গা গভীর রাত পর্যন্ত উপজেলার বাজার’ এলাকা গণসংযোগ ও পথসভা করেছেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী এস. এ. এম জাকারিয়া আলম।দিনরাত উপজেলার আনাচে- কানাচে গণসংযোগ ও

পথসভা চালিয়ে ভোটারদের মন জয় করছেন তিনি প্রতিদিন নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। উন্নয়নের ধারা অব্যহত রাখতে এবং উপজেলাবাসীকে মাদকমুক্ত করতে তার নির্বাচনী এলাকায় দোয়া চান।তিনি নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন’সহ নানামুখী উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন ভোটারদের মাঝে।

গণসংযোগ ও পথসভা কালীন চেয়ারম্যান প্রার্থী এস.এ.এম জাকারিয়া আলম এর সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, উপজেলাবাসী চাইলে এই নির্বাচনে আমি জয়লাভ করবো ইনশা আল্লাহ। নির্বাচিত হলে উপজেলাবাসীর জন্য প্রথম কোন কাজটি করবেন এমন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের পদক্ষেপ অনুযায়ী উপজেলা থেকে মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করব। সম্মেলিত উদ্যোগে মরন নেশা মাদকের হাত থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করতে হবে। তিনি সকল শ্রেনী পেশার মানুষের সহযোগীতা চান এবং তাদের মাধ্যমে উপজেলাবাসীর কাছে দোয়া ও ভোট কামনা করেন।

এস. এ. এম জাকারিয়া আলম আরো বলেন, ‘আমি সাধারণ মানুষের প্রার্থী হয়েছি। সাধারণ মানুষ আমার পক্ষে কাজ করছে। উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ আমার পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছে আশা করি আমরা জয়ী হব। আমি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলে উপজেলার বিভিন্ন রাস্তাঘাট স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নসহ সর্বস্তরে মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করব। জয়ের ব্যাপারে আমি শতভাগ আশাবাদী

দামুড়হুদায় মাঠদিবস ও কারিগরি আলোচনা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর মাঠদিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়জনে উপজেলার জয়রামপুর মাঠ পাড়ায় মাঠদিবস ও কারিগরি

আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হাউলী ইউনিয়ন ৩নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাহাজ উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, যশোর অঞ্চলের মনিটরিং অফিসার হীরক সরকার। প্রধান অতিথির বক্তব্যে হীরক সরকার তেল ফসলের উপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, বারি সরিষা-১৪ জাতের ফসলটি যদি আপনারা আমন ধান কাটার পরে জমিটা পতিত না রেখে সে সময় বারি সরিষা-১৪ জাতের ফসল উৎপাদন করে আবার সেই জমিতে বোরোধান চাষ করা যাই। তাহলে দেশে তেলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। জমিও পরে থাকবেনা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক কায়সার ইকবাল, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, মুকুল হোসেন, চাঁদনী খাতুন সহ বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত কৃষক কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা জালাল উদ্দীন।

আলমডাঙ্গার হারদি হাসপাতালে ঔষুধ কোম্পানির দৌরাত্ম্যে রোগীদের দুর্ভোগ চরমে

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানি প্রতিনিধিদের দৌরাত্ম্য দিন দিনই বেড়েই চলেছে। তাদের দৌরাত্ম্যে বিভিন্ন ভাবে হয়রানি ও দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন রোগীরা।

চিকিৎসকের কক্ষের দরজা ও বহিঃ বিভাগের সামনে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঔষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের অবাধ বিচরণ দেখা যায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা থাকলেও মানছেনা কেউ? রোগীরা বের হলেই জোরপূর্বক ব্যবস্থাপত্র নিয়ে করা হচ্ছে

টানাহেচড়া এতে রোগীরা বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়ছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিক্রয় প্রতিনিধি জানান, প্রেসক্রিপশন ঔষুধ লিখার জন্য প্রতিমাসেই কলম, পেড, চাবির রিং থেকে শুরু করে টিভি-ফ্রিজসহ মোটা অংকের উপহার দিয়ে দিতে হয় ডাক্তারদের। তার বিনিময়ে প্রতিটি প্রেসক্রিপশনেই আমাদের ঔষধ লিখতে হবে। এছাড়াও এসব ব্যবস্থাপত্রের একটি কপি মেইল করে হেড অফিসেও পাঠাতে হচ্ছে।

নাসিমা আক্তার সুরভী নামের এক রোগী বলেন, তীব্র গরমে আমি বেশি অসুস্থ্য হওয়ার পর বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় তলায় মেডিকেল অফিসার কক্ষে আসি। সেখানে দেখি ওই চিকিৎসকের সঙ্গে কেউ বসে কেউ দাড়িয়ে খোশগল্পে মেতে রয়েছেন বিভিন্ন ঔষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা। ডাক্তার কোন কোম্পানির ঔষুধ রোগীর ব্যবস্থাপত্রে লিখবেন তা নিয়েও শুরু হয় তাদের মধ্যে তর্কবির্তক। দীর্ঘক্ষন দাঁড়িয়ে থাকার পর বাধ্য হয়ে কক্ষে ঢুকে চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা নেই।

সরেজমিনে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে গেলে দেখা যায়, হাসপাতালের বহিঃ বিভাগের সামনে এবং ভিতরের বিভিন্ন চিকিৎসকের কক্ষের সামনে ঔষুধ কোম্পানি প্রতিনিধিদের ভিড় লেগেই আছে। নির্দিষ্ট সময়ের বাহিরে তারা ভিজিট করে রোগীদের চিকিৎসা সেবায় বেঘাত ঘটাচ্ছেন। দেখা গেছে, যখন রোগী টিকেট কেটে চিকিৎসা সেবার জন্য চিকিৎসকের কক্ষে যান তখন একাধিক প্রতিনিধি ওই কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে ভিড় জমিয়ে আছেন। আবার কেউ কেউ রোগীকে অপেক্ষায় রেখে তাদের ভিজিট সেরে নিচ্ছেন। এর বাহিরে প্রতিনিয়তই চোখে পড়ে এসব প্রতিনিধিদের নানান দৃশ্য।

সরকারি এ হাসপাতালটিতে যখন বিভিন্ন রোগীরা ডাক্তার দেখিয়ে টিকেট নিয়ে ফিরে যান তখন দেখা যায়, বিভিন্ন কোম্পানীর প্রতিনিধিরা ওইসব রোগীদের পথে দাঁড় করিয়ে তাদের হাতের টিকেট টেনে নিয়ে ওই টিকেটের ছবি তুলে রাখেন। হাসপাতালের জরুরী বিভাগের মেডিকেল অফিসার চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। প্রায়ই দেখা গেছে বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা ওই জরুরী বিভাগের চিকিৎসকের কক্ষের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাদের কারণে রোগীরা সে ভিড়ে ঠেলে কক্ষের ভেতরে প্রবেশ করতে হয়। আবার ভেতরে প্রবেশ করলেও দেখাযায় সেখানে চলছে ভিজিট। এভাবেই প্রতিদিন সরকারি এ হাসপাতালটিতে বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের দৌরাত্ম্য বেড়ে চলছে। আর প্রতিনিয়ত দূর্ভোগের শিকার হচ্ছেন রোগীরা।

এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: শারমিন আক্তার বলেন, ঔষধ কোম্পানি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করে তাদেরকে ভিজিট করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়া হয়েছিল। তাঁরা সকাল থেকেই হাসপাতালে উপস্থিত থাকেন। শনি ও মঙ্গলবার দুপুর ১ টা থেকে ২ টা পর্যন্ত ভিজিটের অনুমতি দেওয়া হয়। তবুও তাঁরা জোরপূর্বক হাসপাতালে ভিজিট করেন। গতকাল বুধবার নোটিশ বোর্ডে ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের ভিজিটের জন্য রবি ও বুধবার সকাল ৮ থেকে ৯ টা পর্যন্ত অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, ইতিমধ্যে রোগীদের নিকট থেকে ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধি ব্যবস্থাপত্র নিয়ে ছবি তুলে থাকেন এমন অভিযোগ পেয়েছি। যদি তাঁরা সময় মত ভিজিট না করে, রোগীদের হয়রানী দেয়। তবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।